

17 এডিসি 32

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট

(আপীল বিভাগ)

2014 সালের দেওয়ানী আপিল নং 236

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: 12.07.2017

আবু তাহের ও ওরস। বনাম রুস্তম আলী ও ওরস।

মাননীয় বিচারক/কোরাম:

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ও মিজা

হোসেন হায়দার, জে.জে.

কৌশলি: আপিলকারী/আবেদনকারী/বাদীর জন্য: এম এ কাইয়ুম চৌধুরী,

সুফিয়া খাতুনের নির্দেশে অ্যাডভোকেট মো , অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড।

উত্তরদাতা/বিবাদীর পক্ষে: ফরিদ আহমেদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল কর্তৃক নির্দেশিত

আবেদীন, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড

বিষয়: সম্পত্তি

শব্দ ধরা

উল্লেখিত

পূর্বের ইতিহাস:

30.05.2011 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত

2004 সালের সিভিল রিভিশন নং 4847-এ বিভাগ।

স্বভাব:

আপিল খারিজ

বিচার

মিজা হোসেন হায়দার, জে.

1. এই আপীল বাদী-আবেদনকারী কর্তৃক প্রাপ্ত ছুটির মাধ্যমে

তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে

30.05.2011 হাইকোর্টের একটি একক বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত হয়

2004 সালের সিভিল রিভিশন নং 4847 এ ডিভিশন নিশ্চিত করে

অতিরিক্ত কর্তৃক 4.9.2004 তারিখের রায় এবং ডিক্রি পাস

জেলা জজ, ১ম আদালত, কুমিল্লার শিরোনাম আপিল নং ৭৫ এর

1985 আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং রায়কে উল্টানো এবং

তৎকালীন মুন্সেফ উপজেলা কর্তৃক 2.5.1985 তারিখের ডিক্রি পাস হয়

আদালত, লাকসাম, বর্তমানে সহকারী জজ, লাকসাম, কুমিল্লা, ইন

1983 সালের টাইটেল স্যুট নং 479।

2. এই আপীল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্য হল

বাদী হিসাবে আপীলকারীরা টাইটেল স্যুট নং 479 এর ইনস্টিটিউট করেছেন

তৎকালীন মুন্সেফের আদালতে 1983, উপজেলা আদালত,

লাকসাম, বর্তমানে সহকারী জজ, লাকসাম, কুমিল্লা

মামলার জমিতে শিরোনামের ঘোষণা অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিরোধিতা করে

মামলার জমিটি মূলত ফতেহ আলী, মোকারম আলীর।

হাসান আলী ও সফর আলী সমান ভাগে যা রেকর্ড করেন

যেমন CS রেকর্ডে। রেখে গেলেন মোকারম আলী

উত্তরাধিকারী হিসাবে অন্যান্য quo অংশীদার যারা একই হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে

তাদের বসতবাড়ি। জায়গার ঘাটতি থাকায় ফতেহ আলী ও ড

সফর আলী নতুন বসতবাড়ি নির্মাণ করে অন্যত্র চলে যান

ইজমালি হাসান আলীকে একমাত্র মালিক হিসেবে রেখে দেন

কথিত বসতবাড়ি। হাসান আলী ২ ছেলে রেখে গেছেন

গফুর আলী ও কালু মিয়া কিন্তু এসএ খতিয়ান নং ৫৬৩ তে

সঙ্গে গফুর আলী ও কালু মিয়ার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়

আসামীদের নাম নং ১-৩ ও ১১, (সেকেন্দার আলী

৬ নং আসামীর পূর্বসূরী সাফর আলী, পূর্বসূরী মো

বিবাদী নং ৭ এবং নুরুজ্জামান, বিবাদীর পূর্বসূরী

নং ৪-১০)। এসএ খতিয়ানে এই ভুল রেকর্ডিং

সম্প্রতি বিবাদীরা যার ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে

বাদীদের শিরোনাম অস্বীকার করেছেন যারা মামলার জমিতে আছেন

১২ বছরেরও বেশি। আসামীদের কোন অধিকার নেই, শিরোনাম,

মামলার জমিতে সুদ এবং দখল। তাই স্যুট (sic)।

3. বিবাদী নং ১, ২ (কা) এবং ৩ মামলা দায়ের করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল

লিখিত বিবৃতিতে করা সমস্ত উপাদান বিবৃতি অস্বীকার

অভিযোগ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিবাদ করছে যে মামলাটি মূলত জমির

সিএস রেকর্ডকৃত মালিক ফতেহ আলী, হাসান আলী,

মাকারম আলী ও সফর আলী; যে বকেয়া ভাড়া স্যুট জন্য

জমি নিলামে তোলা হয় এবং বাড়িওয়ালা কিনে নেয়

ভাড়াটেকদের উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রেও একই। এরপর আলিমুদ্দিন ও তার

পুত্র সেকান্দার আলীর পক্ষে কাবুলিয়ত কার্যকর করেন

জমির মালিকের কাছ থেকে মামলার জমি বন্দোবস্ত নেন

জমিদার ও নিয়মিত খাজনা দিচ্ছিল। হাসান আলী

আলিমুদ্দিন ও সেকান্দার আলীর আত্মীয় হওয়ায় অনুমতি দেওয়া হয়

6 ডেসিমেল জমিতে দয়ার মাটিতে ছেড়ে দিতে এবং
যেমন তিনি একজন লাইসেন্সধারী ছিলেন যার কোন অধিকার এবং স্বার্থ নেই
মামলা জমিতে; যে বাদী হাসান আলীর উত্তরাধিকারী
মামলার জমিতে কোন অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ এবং দখল নেই। দ্য
SA এবং RS রেকর্ডের ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল
মামলার জমির অধিকার, শিরোনাম, সুদ এবং দখল। দ্য
বিবাদীরা একটি দলিলের মাধ্যমে স্থানীয় মসজিদকে কিছু জমি দান করেন
তাদের সামনে ওয়াকফ করে মসজিদ নির্মাণ করেন
বাসস্থান বাদীদের কোন অধিকার, পদবী, স্বার্থ এবং
দখল যেমন বাদীর প্রার্থনা করা উচিত
বরখাস্ত.

4. ট্রায়াল কোর্ট পক্ষপক্ষের শুনানি এবং বিবেচনা করে

নথিভুক্ত উপকরণ রায় এবং ডিক্রি দ্বারা মামলা ডিক্রি
তারিখ 2.5.1985 এর বিপরীতে আসামিরা পছন্দ করেন
শিরোনাম আপিল নং 1985 এর 75 বিজ্ঞ জেলার আগে
বিচারক, কুমিল্লা। আপিল শুনানি করেন বিজ্ঞ ড
অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, কুমিল্লা যিনি তার দ্বারা মো
4.9.2004 তারিখের রায় এবং ডিক্রি আপিলের অনুমতি দেয় এবং
ট্রায়াল কোর্টের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করুন। দ্য
বাদীরা তাই দেওয়ানীতে হাইকোর্ট বিভাগে যান
2004 সালের রিভিশন নং 4847 এবং প্রাপ্ত বিধি যা আছে
শেষ পর্যন্ত রায় এবং তারিখের আদেশ দ্বারা খালাস করা হয়েছে

30.5.2011 হাইকোর্ট বিভাগের একটি একক বেঞ্চ দ্বারা
নিম্ন আপিলের রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করা
আদালত

5. উচ্চ আদালতের উল্লিখিত রায় এবং আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হওয়া

আদালত বিভাগে বাদী আপিলকারীরা দেওয়ানি পিটিশন দাখিল করেন
2011-এর আপিল নং 1669-এ ছেড়ে দিন এবং ছুটি প্রাপ্ত হন
হাইকোর্ট ডিভিশনকে ভুল করে বিবেচনা করুন
রেকর্ডে থাকা প্রমাণ বিবেচনা না করার উপর
ভুলভাবে নিয়ম ডিসচার্জ. হাইকোর্ট বিভাগ
যদিও পাওয়া গেছে রেকর্ডে উপকরণ বিবেচনা না করে
যে বিবাদীরা নিলাম বিক্রির কাহিনী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে
এবং মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণ যোগ করে উচ্ছেদ কিন্তু
ভুলবশত বিধি বাতিল করা হয়েছে তাই এই আপিল।

6. জনাব এম এ কুইয়ম, পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ আইনজীবী

বাদী-আবেদনকারী হাইকোর্টে দাখিল করেন
ডিভিশন যে প্রশংসা করতে পারেনি আসামিরা
যে কোনো একক কাগজ উত্পাদন যে দেখাতে পূর্বসূরীদের
মামলার জমি নিলামের মাধ্যমে বাদীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে
বিক্রয় নিম্ন আদালতের পাশাপাশি হাইকোর্টের আপিল
বিবাদীদের কোন নথি উল্লেখ না করেই বিভাগ
আসামীদের দখল ছিল যে অনুসন্ধান এসেছিলেন

মামলা জমির. তিনি তাও আপিল আদালতে জমা দেন
নিম্নের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগ আইনে ভুল করেছে
বাদীরা কখনই কোন ভাড়া পরিশোধ করেননি বলে ধরে রেখেছেন
সুট সম্পত্তি প্রদর্শন উপেক্ষা করে -4 সিরিজ যা স্পষ্টভাবে দেখায়
যে তারা ভাড়া দিয়েছে। তাই হাইকোর্ট বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
বিধি পালন এবং মামলা খারিজ করার ক্ষেত্রে আইনের ঋটি,
যা সরাসরি রাখা দায়বদ্ধ।

7. বিপরীতে জনাব ফরিদ আহমেদ বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির

বিবাদী উত্তরদাতাদের পক্ষে দাখিল করা হয়েছে যে, সেখানে নেই
নিম্ন আপিল আদালত কর্তৃক আপিলের অনুমতি দেওয়া অবৈধতা এবং
হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা একই নিশ্চিতকরণ হিসাবে
বাদীরা আশাহীনভাবে তাদের শিরোনাম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে
মামলার জমিতে দখল। তিনি যে মামলা সম্পত্তি জমা
15.5.1939 তারিখের আদেশ অনুসারে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল।
1938-1939 সালের সার্টিফিকেট মামলা নং 2 এবং এর অনুসরণে ড
ক্রয়কারী মামলার জমি দখলে নেওয়ার আদেশ দিন
15.5.1941 এবং এর মাধ্যমে মূল শিরোনাম এবং দখল
ভাড়াটেকদের নিভে গেছে। তিনি আরও জমা দেন যে PW 1
নিজেই তার জেরা পরীক্ষায় স্বীকার করেছেন যে তার দাদা
এবং অন্যদের মামলা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং তারপরে একই
আলিমুদ্দিন ও সেকান্দারকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল; যে SA এবং
RS রেকর্ড সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আসামী

মামলার জমিতে শিরোনাম ও দখলের টাকা পরিশোধ করে আসছিলেন
জমিদারদের পাশাপাশি সরকারের কাছে ভাড়া

বি এবং সি সিরিজ প্রদর্শন করুন। তিনি আরো দাখিল করেন যে বাদী মো
উৎপাদন করে মামলার জমিতে তাদের দখল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে
বিক্রয় শংসাপত্রের বিপরীতে কাগজের কোনো স্ক্র্যাপ

15.5.1941 তারিখে অর্ডার করতে। সবশেষে, জনাব আহমেদ দাখিল করেন যে
নিম্ন আপিল আদালত বিশেষভাবে বাস্তবতার শেষ আদালত
মামলার জমিতে আসামীদের শিরোনাম ও দখল পাওয়া গেছে
বাদী নং 2 এবং 3 (PWS) এর স্বীকারোক্তি অনুসারে

যে তারা বিবাদী নং শিরোনাম হিসাবে 3 এবং তাদের ক্রয়
বিবাদী নং ৩ নং কবলা কর্তৃক ৬ দশমিক ৬ ভূমি

27.11.1968 অনেক আগে 1983 সালে মামলার প্রতিষ্ঠান থেকে।

ক্রয়ের এই স্বীকারোক্তি আসলে স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়

মামলার জমিতে আসামীদের শিরোনাম। এভাবে সে জমা দেয়

যে হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় যথাযথভাবে নিশ্চিত করেছেন
ব্লোয়ার আপিল আদালত।

8. এই ব্যাক ড্রপ আমরা উপর উপকরণ মাধ্যমে চলে গেছে

উপরে উল্লিখিত হিসাবে জমাগুলি রেকর্ড করুন এবং বিবেচনা করুন।

স্বীকার্য যে এটি ঘোষণা সরলীকরণের জন্য একটি মামলা। তাই এটা হয়

মামলার জমিতে তাদের খেতাব প্রমাণ করা বাদীর দায়িত্ব।

যদিও দখল প্রশ্ন প্রধান কারণ এক কিন্তু

যে সাবসিডিয়ারি প্রমাণ হিসাবে যেমন মামলা আসতে পারে

নীতি যে দখল শিরোনাম অনুসরণ করে। অনুধাবনের উপর
নিম্ন আপিল আদালতের রায়ে যা হয়েছে
হাইকোর্ট বিভাগ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, এটি প্রদর্শিত হবে
P.Ws এর প্রমাণ বিশ্লেষণ। সর্বশেষ আদালত পাওয়া গেছে
যে বাদীরা মামলার জমিতে তাদের খেতাব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
পিডব্লিউ 1 তার প্রমাণে বলেছেন যে তিনি মনে করতে পারেননি
তারা বাংলাদেশ সরকারকে কোনো ভাড়া পরিশোধ করেছে কিনা
1982 সালে মামলার আগে বা পরে যেকোনো সময়।

9. প্রদর্শনীগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে উচ্ছেদের পর

বাদীদের পূর্বসূরি, সার্টিফিকেট মামলা অনুসরণ করে,
মামলা সম্পত্তি আলিমুদ্দিন ও সেকান্দরের সাথে মীমাংসা হয়
নিবন্ধিত কাবুলিয়াত। আরও প্রতীয়মান হয় যে এস.এ খতিয়ান ছিল
নাম সন্নিবেশ করার উপর স্বীকার করে প্রস্তুত
আসামিরা বাদী হলেও তা ভুল বলে দাবি করেছেন
তারা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে এই ধরনের রেকর্ড ছিল
ভুল PW 1 এর প্রমাণ থেকেও এটি প্রতীয়মান হয় যে তিনি
জামিন্দর সেরেস্তা বা কেও কখনো ভাড়া দেননি
পাকিস্তান সরকার। পারেনি বলেও স্বীকার করেছেন তিনি
মনে রাখবেন তিনি বাংলাদেশকে কোনো ভাড়া দিয়েছেন কি না
সরকার'। একইভাবে পিডব্লিউ 2 তাদের কিনা বলতে পারেনি
পূর্বসূরিদের মামলার জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল
নিলাম বিক্রয়। মজার বিষয় হল, ট্রায়াল কোর্ট মামলার রায় দিয়েছে

ধরে নিয়ে আসামিরা নিলাম প্রমাণ করতে পারেনি
বিক্রি অর্থাৎ বিবাদীদের ভুলক্রটি ভুলে যাওয়া
নীতি যে বাদী তার নিজের মামলা প্রমাণ করতে হবে। দুর্বলতা
আসামীদের একটি মামলা ডিক্রি জন্য ভিত্তি হতে পারে না
বাদীর পক্ষে।

10. উপরোক্ত ছাড়াও প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন

D.Ws দেখা যাচ্ছে যে DW 1 তার জবানবন্দিতে স্পষ্টভাবে
উল্লেখ করা হয়েছে যে বাদী নং 1, 2 এবং 3 6 ডেসিমেল ক্রয় করেছে
কাবোলা কর্তৃক বিবাদীদের কাছ থেকে জমি যা PW 1 অস্বীকার করেছে
তার জেরা পরীক্ষায় কিন্তু বাদী নং ২ ও ৩ স্বীকার করেন
একই. বিচারিক আদালতের রায় থেকে তা প্রতীয়মান হয়
উল্লেখিত আদালত আরও দেখেছে, 'বিবাদীরা ৬ দশমিক ৬ শতাংশ বিক্রি করেছে
বাদীকে জমি এবং অন্যদের 24 ডেসিমেল জমি
ব্যক্তিদের প্রদর্শনী-২, একটি নথি পর্যবেক্ষণের উপর এই স্কোর
বাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলায় প্রতীয়মান হয় যে, পিডব্লিউ 1 হিসাবে অস্বীকার করা হয়েছে
বিবাদীদের কাছ থেকে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ জমি ক্রয় করে
দাঁড়ানোর মতো পা নেই। এভাবে বাদীরা যখন ক্রয় করেন
মামলার সম্পত্তি বা তার কোনো অংশ বিবাদীদের কাছ থেকে
এটা স্পষ্ট যে আসামীদের শিরোনাম স্বীকার না করা পর্যন্ত
বাদী একই ক্রয় করতে পারেনি. এমন মুখে
আসামীর পদবি স্বীকার করে বিচারিক আদালতের ডিক্রি ছিল

সঠিক নয় যা নিচে আপিল আদালত, আলোচনার উপর
রেকর্ডে প্রমাণ সঠিকভাবে বিপরীত. তাই আমরা পারি না
কিন্তু ধরে রাখুন যে আপিলের আদালত নীচের পাশাপাশি উচ্চ
কোর্ট ডিভিশন পাস করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি/অবৈধতা করেনি
আসামীদের পক্ষে রায় এবং এর মাধ্যমে
মামলা খারিজ

11. এখানে যে কারণে এবং আলোচনা করা হয়েছে আমরা তা করছি না

এই আপিল কোন যোগ্যতা খুঁজে. সে অনুযায়ী আপিল করা হয়
বরখাস্ত. উচ্চ আদালতের অনুপযুক্ত রায় এবং আদেশ
আদালত বিভাগ এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়.